প্রথম আলো

তারিখ ... 01 OCT 2016 ...
পৃষ্ঠা ... ৮ ... কলাম ... ৩ ...

আবার খুলেছে রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও পাঠগৃহ

কাজী আলিম-উজ-জামান ●

বই পড়ুন

আবার চালু হয়েছে 'রামমোহন রায় লাইব্রেরি ও পাঠগৃহ'। মাঝখানে প্রায় ১০ বছর বন্ধ ছিল। প্রায় তিন বছর ধরে নতুন-পুরোনো বইয়ের পসরা সাজিয়ে বসেছে ঢাকার সবচেয়ে প্রাচীন এই জ্ঞানগৃহটি। বইপ্রেমীরা এখন চাইলেই মেটাতে পারবেন জ্ঞানের অতল জলের তৃষ্ণা।

বর্তমানে ব্রাহ্মমন্দির ভবনের দোতলার একটি অংশে চালু করা হয়েছে পাঠাগারটি। কাঠের পাটাতন। পুরোনো আমলের অপ্রশস্ত খাড়া সিঁড়ি। দিনের বেলায়ও কিছুটা অন্ধকার। গত ২০ সেপ্টেম্বর সকালে পাঠাগারে গেলে সম্পাদক রণবীর পাল বলেন, 'কোনো নির্দিষ্ট সময়সীমা নেই। যখনই কেউ আসেন, তখনই খুলে দিই। কোনো অসুবিধা হয় না।'

১৯৫১ সালে প্রকাশিত বঙ্গবিহারী করের লেখা *পূর্ববঙ্গের ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত* বই থেকে জানা যায়, পুরান ঢাকার পাটুয়াটুলীতে এই পাঠাগার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ব্রাহ্মসমাজের তৎকালীন সাধারণ সম্পাদক অভয় চন্দ্র দাশ, ১৮৬৯ সালে। ব্রাহ্মমন্দিরের দোতলার একটি কক্ষে। আর পৃথক পাঠাগার ভবনের যাত্রা শুরু হয় ১৯১০ সালে। এই ভবনের গায়ে পাঠাগার প্রতিষ্ঠার সালটি লেখা রয়েছে ১৮৭১ সালের ১৮ জানুয়ারি।

কত ইতিহাসের সাক্ষী এই পাঠাগার! কত লড়াই আর সংগ্রামের ইতিহাস এর পাতায় পাতায়। ১৯৪৭ সালেও এখানে বইয়ের সংখ্যা ছিল ৩০ হাজার। আর এখন হাজারের কম! জ্ঞানতাপস ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ ছিলেন এখানকার নিয়মিত পাঠক। ১৯২৬ সালে এই পাঠাগার দেখতে আসেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। রূপসী বাংলার কবি জীবনানন্দ দাশ তাঁর জীবনের মধুর একটি উপলক্ষে এখানে এসেছিলেন ১৯২৪ সালে। লাবণ্য গুপ্তের সঙ্গে এখানেই বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন তিনি। এই পাঠাগারের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জীবনানন্দের মা কবি কুসুমকুমারী দেবীও।

রামমোহন রায় পাঠাগারের মূল দ্বিতল ভবনটি জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল। যেকোনো সময় রাস্তার ওপর ধসে পড়তে পারে—এই আশঙ্কায় রাজউক ২০০৪ সালের ১৯ এপ্রিল সাত দিনের মধ্যে ভেঙে ফেলার নির্দেশ দেয়। এরপরের বছরই ব্রাহ্মসমাজের আচার্য ও ট্রাস্টি প্রাণেশ সমাদ্দার উচ্চ আদালতে রিট করে ঐতিহ্যবাহী এ ভবনটিকে পুরাকীর্তি হিসেবে তালিকাভুক্তির আবেদন করেন। পাশাপাশি সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ে একই দাবি জানিয়ে আরেকটি আবেদন করা হয়। মন্ত্রণালয়ের নির্দেশে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর ২০০৯ সালে প্রতিবেদনে বলে, পুরাকীর্তি আইনের আওতায় এ নিদর্শনটি প্রাচীন কীর্তি হিসেবে গণ্য করা যায় না। তা ছাড়া ভবনটি পুরাকীর্তি হিসেবে সংরক্ষণেরও উপযোগী নয়। লক্ষণীয় হলো, ওই বছরই ঢাকা সিটি করপোরেশন এক চিঠিতে জানায়, রাজউকের করা ঢাকার ঐতিহাসিক ও নান্দনিক স্থাপনার তালিকার ৯৩টি স্থাপনার মধ্যে এই পাঠাগারটিও রয়েছে। তাই রাজউকের নগর উন্নয়ন কমিটির অনুমোদন ছাড়া তালিকাভুক্ত স্থাপনার আংশিক কিংবা সম্পূর্ণ অপসারণ, পুনর্নির্মাণ ও পরিবর্ধন করা যাবে না।

সরেজমিনে দেখা যায়, ভবনটি এখন জরাজীর্ণ ওই অবস্থায় পড়ে রয়েছে। রণবীর পাল বলছিলেন, ২০০৪ থেকে '১৪ সাল—এই ১০ বছর এভাবেই কাটে। তখন পাঠাগারটি বন্ধ রাখতে হয়। তিন বছর ধরে পাঠাগার ভবন থেকে বইপত্র এনে মন্দির ভবনের দোতলায় কার্যক্রম চালু রাখা হয়েছে।

এখানকার কর্তৃপক্ষ জানায়, ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর ক্যাম্প করা হয়েছিল পাঠাগারটিতে। এ সময় লুট হয়ে যায় শত বছরের বেশি সময় ধরে সংগৃহীত মূল্যবান নথিপত্র, অসংখ্য সাময়িকী, দুষ্প্রাপ্য নানা বইপত্র। পাঠাগারটির দরজা-জানালা পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায় লুটপাটকারীরা। স্বাধীনতার পর পাঠাগার আবার চালুর উদ্যোগ নেওয়া হয়। লুট হওয়া বইপত্র উচ্চমূল্যে কিনে নেওয়ার ঘোষণা দিয়ে পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি দেন কর্তৃপক্ষ। কিন্তু *প্রবাসী* পত্রিকার দুটি কপি ছাড়া আর কিছুই ফেরত পাওয়া যায়নি।

পাঠাগারের দেয়ালে ঝুলছে বিশ্বখ্যাত লাইব্রেরির ছবি। ছবি হয়ে আছেন ঈশ্বরচন্দ্র, রবীন্দ্র, নজরুল, জীবনানন্দ, সুকান্ত, কেশবচন্দ্ররা।

বর্তমানে উল্লেখযোগ্য বইয়ের মধ্যে রয়েছে বিশ্ববাণী প্রকাশিত (বঙ্গাব্দ ১৩২৪) *মহাভারতের ২১ পর্ব*, বিশ্বভারতী প্রকাশিত (বঙ্গাব্দ ১৩৫০) *রবীন্দ্র রচনাবলী*, ব্রাহ্ম ধর্মভিত্তিক প্রায় সব বই, *রাজা রামমোহন*, *স্বামী বিবেকানন্দ রচনাবলী*। আছে সব ধর্মগ্রন্থ। এ ছাড়া বঙ্কিম, বিভূতি, শরৎ থেকে শুরু করে হুমায়ূন আহমেদ, মুহাম্মদ জাফর ইকবালের বইও কিছু কেনা হয়েছে। তবে পুরোনো বইগুলোর কিছু কিছু বাঁধাই নষ্ট হয়ে পড়ার অনুপযোগী হয়ে পড়েছে।

নতুন করে শুরু হওয়ার পর এখন অবধি পাঠকদের নাম-ঠিকানা সংরক্ষণ বা মন্তব্য সংগ্রহের ব্যবস্থা রাখা হয়নি। রণবীর পাল বললেন, 'যাঁরা একসময় নিয়মিত এই পাঠাগারে আসতেন, আমি আবারও তাঁদের আমন্ত্রণ জানাই। আপনারা আসুন। বাকি কাজ আমাদের।'